

ঈশ্বরীয় প্রেম, ব্রাহ্মণ জীবনের আধার

আজ বাপদাদা তাঁর স্নেহী, সহযোগী, সহজযোগী আত্মাদের দেখছেন। তোমরা সকলেই যোগী আত্মা। এইভাবেই বলা হবে, এটা যোগীদের সভা। তোমরা আত্মারা সবাই যোগী, অর্থাৎ পরমাত্মার প্রিয় আত্মারা এখানে বসে আছে। যারা ঈশ্বরের প্রিয়, তারা বিশ্বপ্রিয় হয়েই যায়। 'আমরা পরমাত্ম-প্রিয়, ঈশ্বরের প্রিয়, জগৎ প্রিয় হয়েছি', সদা এই রূহানী নেশা, রূহানী গর্ব, রূহানী আত্ম-মর্যাদা তোমাদের থাকে? শুধু এক-আধ মুহূর্তের ঋণিক দৃষ্টি বা নজর তাদের উপরে পড়ুক, এর জন্য ভক্তরা তৃষ্ণার্ত থাকে আর তারা এটা মহান ব্যাপার বলে মনে করে। যাই হোক, তোমরা ঈশ্বরীয় প্রেমের উপযুক্ত হয়েছো। ঈশ্বরের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছো। এটা কতো মহান ভাগ্য! এখনকার সব আত্মারা ছোটবেলা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কি চায়? অবোধ শিশুও তার জীবনে ভালোবাসা চায়। অর্থ চায় পরে, কিন্তু প্রথমে তারা ভালোবাসাই চায়। যদি তাদের ভালোবাসা না থাকে, তারা রসহীন নিরাশাময় জীবনের অনুভব করে। যতোই হোক, তোমরা আত্মারা পরমাত্ম-প্রেম লাভ করেছো, পরমাত্মার প্রিয় হয়েছো, এর থেকেও বড় কোন কিছু আছে? ভালোবাসা থাকলে দুনিয়া আছে, জীবন আছে। আর ভালোবাসা না থাকলে জীবন শূন্য, জগৎ শূন্য। ভালোবাসা পেয়েছো অর্থাৎ সারা বিশ্ব লাভ করেছো। এই ভালোবাসা তোমাদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য, এমন অনুভব করো তোমরা? এর জন্য দুনিয়া তৃষ্ণার্ত হয়ে আছে। তারা সবাই একফোঁটার পিয়াসী আর তোমরা সব বাচ্চাদের এই পরমাত্ম-ভালোবাসা প্রপার্টি। এই ঈশ্বরীয় প্রেমে পালিত হচ্ছ তোমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জীবনে তোমরা অগ্রচালিত হও। এমন অনুভব করো তোমরা? ভালোবাসার সাগরে ডুবে (লাভলীন) থাকো? নাকি শুধু শোনো বা জানো এই সম্পর্কে? অর্থাৎ সাগরতীরে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকো আর লক্ষ্য করতে থাকো। শুধু শোনা অথবা জানা, এর অর্থ তোমরা তীরে দাঁড়িয়ে আছো। সত্য বলে স্বীকার করা আর সমাহিত হওয়া, এ হলো ভালোবাসার সাগরে ডুবে যাওয়া অর্থাৎ লাভলীন হওয়া। ঈশ্বরের স্নেহাস্পদ হওয়ার পরেও যদি সাগরে সমাহিত হওয়া বা নিমগ্ন হওয়া অনুভব না করতে পারো, তবে ঈশ্বরের স্নেহাস্পদ হয়ে প্রাপ্তকারী নয়, বরং পিপাসার্ত হয়ে রয়েছো। কাছে আসার পরেও পিপাসু থেকে যাওয়া, এটাকে তোমরা কি বলবে? শুধু ভাবো, কে তোমাকে তাঁর আপন বানিয়েছেন! কার প্রিয় হয়েছো! কার পালনায় পালিত হচ্ছ! তাহলে কি হবে? সদা স্নেহে ডুবে থাকার কারণে কোনোরকম অস্থিরতার প্রভাবে তোমরা প্রভাবিত হবে না। তোমরা নিজেকে সদা বিদ্ব বিনাশক, সমাধান স্বরূপ এবং মায়াজিৎ অনুভব করবে।

তোমরা বাচ্চারা কেউ কেউ বলা, জ্ঞানের গহীন (গুহ্য) বিষয়গুলো তোমাদের স্মরণে থাকে না। যাই হোক, একটা ব্যাপার, সেটা তো স্মরণে থাকে, 'আমি পরমাত্মার প্রিয়, পরমাত্ম-প্রেমের অধিকারী'! এই এক স্মৃতির সাথেই তোমরা সদা সমর্থ হবে। এটা সহজ, তাই না? এটাও যদি তোমরা ভুলে যাও, তবে গোলকধাঁড়ায় আটকে গেলে! শুধু এই একটা জিনিসই তোমাদের সর্বপ্রাপ্তির অধিকারী বানায়। সুতরাং সদাসর্বদা এটাই স্মরণে রাখো, অনুভব করো যে তুমি পরমাত্ম-প্রিয়, জগতের প্রিয়। বুঝেছো তোমরা!

পরমাত্ম-প্রেমের সুযোগ্য সব বাচ্চাকে, স্নেহে সমাহিত শ্রেষ্ঠ সকল আত্মাকে, ভালোবাসার পালনার অধিকারী সব বাচ্চাকে, রুহানী গরিমায় থাকা, রুহানী নেশায় থাকা শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

পার্টীদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকারঃ

১) সবাই তোমরা সহজ যোগী আত্মা, তাই না ! সর্ব সম্বন্ধের স্মরণ তোমাদের সহজ যোগী বানায় । যখন তোমরা সম্বন্ধে থাকো, সবকিছু সহজ । 'আমি সহজযোগী আত্মা', এই স্মৃতি সকল সমস্যার সহজেই সমাপ্তি ঘটায়, কারণ সহজযোগী হওয়া অর্থাৎ সদা বাবার সঙ্গ অনুভব করা । যখন তোমাদের সাথে সর্বশক্তিমান বাবা থাকেন, যখন সর্বশক্তি তোমাদের সাথে, তখন সমস্যা সমাধান রূপে বদলে যাবে । কোনোরকম সমস্যার উদ্ভব হলে বাবার ওপরে ছেড়ে দাও, সমস্যাকে ধর্তব্যের মধ্যে রেখোনা ! এমন সম্বন্ধের অধিকারে সমস্যা সমাপ্ত হয়ে যাবে । 'আমি কি করবো' ! না ! সমস্যা যা কিছু বাবা জানে । 'আমি নির্লিপ্ত, বাবার ঘনিষ্ঠ' । তখনই সব বোঝা বাবার হয়ে যায় আর তুমি হালকা হয়ে যাও । যখন তুমি নিজে হালকা হয়ে যাও, তখন সবকিছু হালকা হয়ে যায় । বোঝার (ভার) বিষয়ে যদি সামান্যতম সঙ্কল্পও চলে, তবে তোমরা ভারযুক্ত হয়ে যাও আর অন্য সব কিছুই ভারী হয়ে যায় । অতএব, ভাবো... 'আমি হালকা, আমি নির্লিপ্ত, আর তখন সবকিছু হালকা হয়ে যাবে । এটাই বিধি । এই বিধির দ্বারাই তোমরা সাফল্য অর্জন করবে । এমনকি, পুরানো হিসেবনিকেশ চুকানোর ক্ষেত্রেও কোনো ভার অনুভব হবে না । এইরকম সাক্ষী হয়ে তোমরা সবকিছু দেখলে, তা' এমনই বোধ হবে, যেন অতীত শেষ হয়ে যাচ্ছে, আর তোমরা বর্তমানের শক্তি দিয়ে সাক্ষী হয়ে দেখছো । জমাও হচ্ছে আর চুকেও যাচ্ছে । জমার শক্তির সাথে চুকানোর ভার আর তোমাদের থাকে না । অতএব, সদা বর্তমান স্মরণে রাখো । যখন একদিক ভারী হয়, তখন আরেকদিক নিজে থেকেই হালকা হয়ে যায় । সুতরাং, বর্তমান যদি ভারী হয়, তখন অতীত হালকা হয়ে যাবে, তাই না ? বর্তমান প্রাপ্তির স্বরূপ সদা স্মৃতিতে যদি রাখো, তবে সব হালকা হয়ে যাবে । সুতরাং পুরানো হিসেব হালকা করার সাধন হলো, বর্তমানকে শক্তিশালী বানাও । যাই হোক না কেন, বর্তমান হয়ই শক্তিশালী । বর্তমানের প্রাপ্তি তোমার সামনে রাখলে সবকিছু সহজ হয়ে যাবে । অতীত শূল থেকে কাঁটায় পরিবর্তিত হয়ে যাবে । এটা কি ? এটা এমন হলো কেন ? না । এটা অতীত । অতীতের দিকে তাকিয়ে কি বা দেখার আছে ? যেখানে নিষ্ঠা আছে সেখানে বিঘ্ন ভারী বলে মনে হয় না । সেসব খেলার মতো । বর্তমানের খুশির আশীর্বাদ দ্বারা এবং রোগের প্রতিকারক (ওষুধ) দ্বারা সব হিসেবনিকেশ চুকিয়ে দাও ।

টিচারদের সাথে :- প্রতি পদে তোমরা সদা সফলতা অনুভব করো, তাই না ! সবাই অনুভবী আত্মা, তাই না ? অনুভবই সবচেয়ে বড়ো অথরিটি । যাদের অনুভবের অথরিটি আছে তারা প্রতি পদে প্রতিটা কার্যে সর্বতোভাবে সফল হয় । সেবার নিমিত্ত হওয়ার চান্স পাওয়াও একটা বিশেষত্বের লক্ষণ । যে চান্স তোমরা লাভ করেছো, সেগুলোর সাথেই অগ্রচালিত হও । তোমরা নিমিত্ত হয়ে সদা সামনে এগিয়ে চলো এবং অন্যকেও এগিয়ে যেতে সমর্থ বানাও । নিমিত্ত হওয়ার এই ভাবই সাফল্য প্রাপ্ত করায় । বিনয়-নম্র নিমিত্ত হওয়ার বিশেষত্ব সদা তোমার সাথে রাখো । এই বিশেষত্ব তোমাকে সদা বিশেষ বানাবে । নিমিত্ত হওয়ার পার্ট নিজেদেরও লিস্ট দেয় । অন্যের জন্য নিমিত্ত হওয়া অর্থাৎ

স্বয়ং-সম্পন্ন হওয়া । দূততার সাথে অবিরত সাফল্য অর্জন করে চলো, সাফল্য নিশ্চিত । যখন তোমাদের এই দূততা থাকে, সফলতা তখন নিজে থেকেই এগিয়ে যাবে ।

জন্মানোর মুহূর্ত থেকে তোমরা সেবাধারী হওয়ার গোন্ধে চাম্প পেয়েছো, সুতরাং সবচেয়ে বড়ো চ্যাম্পেলর হয়ে গেছ, তাই না ? শৈশব থেকেই সেবাধারী হওয়ার ভাগ্য নিয়ে এসেছো । ভাগ্য উদয় করে এসেছো । কতো আত্মাদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য তৈরিতে কর্তব্যের নিমিত্ত হয়েছ । সুতরাং, সবসময় মনে রেখো, 'বাহ, আমার শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের শ্রেষ্ঠ রেখা ! তোমরা বাবাকে পেয়েছো, সেবা পেয়েছো, সেবাস্থান পেয়েছো আর সেবার সাথে সাথে শ্রেষ্ঠ আত্মাদের শ্রেষ্ঠ পরিবার পেয়েছো । কি পাওনি তোমরা ? রাজ্যভাগ্য সব পেয়েছো তোমরা । সদা এই খুশি থাকা উচিত । সঠিক বিধি প্রয়োগে নিরন্তর উন্নতি করতে থাকো । তোমার নিমিত্ত হওয়ার বিধি দ্বারা সেবাতে উন্নতি হতে থাকবে ।

কুমারদের সাথে :- কুমার জীবনে বেঁচে যাওয়া অর্থাৎ রক্ষা পাওয়াই সবচেয়ে বড়ো ভাগ্য । কতরকম ঝঞ্ঝাট থেকে রক্ষা পেয়েছো তোমরা । কুমার অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত আত্মা । কুমার জীবন বন্ধনমুক্ত জীবন । কিন্তু কুমার জীবনে ফ্রি থাকা অর্থাৎ ভার বহন করা । কুমারগণের জন্য বাপদাদার ডিরেকশন হলো, লৌকিক পরিবারে থেকেও অলৌকিক সেবা করতে হবে । লৌকিক সেবা সম্পর্ক তৈরি করার সাধন । এতে যদি তোমরা বিজি থাকো তবে অলৌকিক সেবা করায় সমর্থ হবে । জাগতিক সম্পর্কে থাকাকালীন অলৌকিক সেবা করো । তাহলে বুদ্ধি ভারী হবে না । সকলকে তোমাদের অনুভব শুনিয়ে সেবা করো । লৌকিক সেবা করাকালীন তা' সেবার সাধন হিসেবে করো, তাহলে লৌকিক সাধন সেবার জন্য তোমাদের অনেক চাম্প দেবে । তোমাদের লক্ষ্য ঈশ্বরীয় সেবার, কিন্তু সেইসব সাধন, এইরকম বুঝে করো । কুমার অর্থাৎ সাহসী । তোমরা যা চাও করতে পারো, সেইজন্য বাপদাদা সবসময় সাধনের দ্বারা তোমাদের সাফল্য প্রাপ্ত করার পরামর্শ দেন । কুমার অর্থাৎ নিরন্তর যোগী কারণ কুমারদের জগৎ এক বাবা । সমগ্র জগৎ যখন বাবাই, তখন সেই জগৎ ছাড়া তোমাদের বুদ্ধি আর কোথায় যাবে ! সবকিছু যখন একই হয়ে গেছে তখন একেরই তো স্মরণ হবে, তাই না ! আর একের স্মরণ করাও খুব সহজ । অনেক থেকে তো নিস্তার পেলে ! একের মধ্যে সব সমাহিত হয়ে আছে । প্রতি কর্মের দ্বারা অবিরত সেবা করো, তোমাদের দৃষ্টিতে, মুখে সেবা ব্যতীত অন্য কিছু নয় । যার প্রতি তোমাদের ভালোবাসা, তাকে প্রত্যক্ষ করার প্রবল উৎসাহ থাকে । প্রতি পদে বাবা আর সেবা তোমাদের সাথে রাখতে হবে । আচ্ছা ।

বাছাই করা বিশেষ অব্যক্ত মহাবাক্য -

কর্মবন্ধন মুক্ত কর্মাতীত, বিদেহী হও

বিদেহী এবং কর্মাতীত স্থিতির অনুভব করার বিধি:

১) সীমিত পরিধির (হদের) আন্নিম্ব বোধের দেহ-অভিমান থেকে মুক্ত হও ।

২) লৌকিক আর অলৌকিক কর্ম এবং সম্বন্ধ উভয় ক্ষেত্রেই স্বার্থভাব থেকে মুক্ত হও ।

৩) বিগত জন্মের কর্মের হিসেবনিকেশ এবং ব্যর্থ স্বভাব-সংস্কারে প্রভাবিত হওয়া থেকে মুক্ত হও ।

৪) যদি সেবার, সংগঠনের, প্রকৃতির কোনও বিপরীত পরিস্থিতি তোমাদের স্বস্থিতি অথবা শ্রেষ্ঠ স্থিতিকে দ্বিধাগ্রস্ত (নড়বড়ে) করে তোলে, তাহলে সেটা বন্ধনমুক্ত স্থিতি নয়, এই বন্ধন থেকেও মুক্ত হও ।

৫) পুরানো দুনিয়ায় পুরানো অস্তিম শরীরের কোনোরকম ব্যাধি যেন তোমাদের শ্রেষ্ঠ স্থিতি কমা-বাড়ার মধ্যে অ-স্থিত করে না তুলতে পারে, এর থেকেও মুক্ত হও । রোগ-ব্যাধির উপস্থিতি

ভবিতব্য, কিন্তু স্থিতি নিচে-ওপরে হওয়া বন্ধনযুক্ত হওয়ার লক্ষণ। স্বচিন্তন, জ্ঞান চিন্তন, শুভ চিন্তক হওয়ার চিন্তনের পরিবর্তে শারীরিক ব্যাধির চিন্তা করা থেকে মুক্ত হও, একেই বলা হয়ে থাকে কর্মাতীত স্থিতি।

কর্মযোগী হয়ে কর্মের বন্ধন থেকে সদা নির্লিপ্ত আর সদা বাবার ঘনিষ্ঠ হও - এটাই কর্মাতীত বিদেহী স্থিতি। কর্মাতীতের অর্থ এই নয় যে কর্ম করার উর্ধ্ব যাওয়া। কর্মের নির্লিপ্তি নয়, কর্মের যে কোনো বন্ধনে জড়িয়ে পড়া থেকে নির্লিপ্ত হও। যতবড় কার্যই হোক না কেন, এমন অনুভব হতে দাও যেন তোমরা কাজ করছো না, বরং একটা খেলা খেলছো তোমরা। যে কোনো পরিস্থিতিই উদ্ভব হোক না কেন, যদি কোনো আত্মা হিসেব-নিকেশ চুকানোর জন্য তোমাদের সম্মুখীন হয়, এমনকি কর্মভোগ অবিরত শরীরের মাধ্যমে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়, তখন সীমিত পরিসরের যেকোনো রকম আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত থাকাই বিদেহী স্থিতি। যতক্ষণ এই দেহ আছে, কর্মেন্দ্রিয়ের সাথে এই কর্মক্ষেত্রে নিজের পার্ট অভিনয় করছো, ততক্ষণ বিনা কর্মে এক সেকেন্ডও থাকতে পারবে না, কিন্তু কর্ম করাকালীন কর্মবন্ধনের উর্ধ্ব থাকাই হলো কর্মাতীত বিদেহী অবস্থা। সুতরাং, কর্মেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কর্মের সম্বন্ধে আসতে হবে, কিন্তু কর্মের কোনও বন্ধনে জড়িও না। কর্মের বিনাশী ফলের ইচ্ছার বশীভূত হ'য়ো না। কর্মাতীত অর্থাৎ কর্মের বশবর্তী হওয়া নয়, বরং মালিক হয়ে তথা অথরিটি হয়ে তোমার কর্মেন্দ্রিয়ের সাথে সম্বন্ধে থাকা, বিনাশী আকাঙ্ক্ষা থেকে উদাসীন হয়ে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম করাও। তুমি আত্মা, মালিক, অবশ্যই কর্মাধীন হবে না, বরং অধিকারী হয়ে কর্ম করাতে থাকো। কর্ম করানোর মালিক হয়ে কর্ম করাতে হবে। একেই বলে, কর্মের সম্বন্ধে আসা। কর্মাতীত আত্মার সম্বন্ধ থাকে, কিন্তু বন্ধন নয়।

কর্মাতীত অর্থাৎ দেহ, দেহের সম্বন্ধ, পদার্থ, লৌকিক এবং অলৌকিক উভয় সম্বন্ধ আর বন্ধনের উর্ধ্ব অর্থাৎ নির্লিপ্তি। যদিও সম্বন্ধ শব্দ উল্লেখ করা হয়, দেহের সম্বন্ধ, দেহ সম্বন্ধীয় সম্বন্ধ, কিন্তু দেহ এবং সম্বন্ধের মধ্যে যদি অধীনতা থাকে তবে সম্বন্ধও বন্ধন হয়ে যায়। কর্মাতীত অবস্থায় কর্ম সম্বন্ধ এবং কর্ম বন্ধনের রহস্য জানার কারণে তোমরা সদা সবারকম পরিস্থিতিতে খুশি থাকবে, কখনো অখুশি হবে না। এমন আত্মারা নিজের বিগত জন্মের হিসেব-নিকেশের বন্ধন থেকেও মুক্ত হবে। এমনকি, যদি বিগত জন্মের হিসেব-নিকেশের ফলস্বরূপ দেহের অসুস্থতাই হোক কিম্বা অন্য আত্মাদের সংস্কারের সাথে নিজ মনের সংস্কারের দ্বন্দ্ব, কর্মাতীত আত্মা কর্মভোগের বশবর্তী না হয়ে মালিক হয়ে হিসেব চুকিয়ে দেবে। কর্মযোগী হয়ে কর্মভোগ চুকিয়ে দেওয়াই কর্মাতীত হওয়ার লক্ষণ। যোগের দ্বারা কর্মভোগ সহাস্যে শূল হওয়ার মতো বিষয়কে কাঁটায় পরিবর্তিত করে ভঙ্গ করবে অর্থাৎ কর্মভোগ সমাপ্ত করবে। তোমাদের কর্মযোগের স্থিতি দ্বারা কর্মভোগের পরিবর্তন করাই কর্মাতীত স্থিতি। ব্যর্থ সঙ্কল্পই কর্মবন্ধনের সূক্ষ্ম রসি। কর্মাতীত আত্মা খারাপের মধ্যেও ভালোব্বের অনুভব করবে। এমন আত্মা বলবে, যা কিছু হয় তা' ভালোর জন্যই হয়। আমিও ভালো, বাবাও ভালো, ড্রামাও ভালো। বন্ধন কাটতে এই সঙ্কল্প কাঁচির মতো কাজ করে। বন্ধন যখন কেটে যাবে, তুমি কর্মাতীত হয়ে যাবে।

বিদেহী স্থিতির অনুভব করার জন্য ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা হও। সীমিত পরিসরের ইচ্ছামুক্ত এমন আত্মাই বাবা সমান সকলের সব ইচ্ছা পূরণ করা 'কামধেনু' হবে। বাবার সব ভাল্ডার যেমন ধনদৌলতে সদা পরিপূর্ণ, অপ্রাপ্তির কোনো লেশমাত্র থাকে না, তেমন একইভাবে বাবা সমান সর্ব ধনভাল্ডারে সদা ভরপুর হও। সৃষ্টি চক্রে তোমাদের পার্ট অভিনয় করাকালীন দুঃখের অনেক চক্রে

থেকে মুক্ত থাকাই জীবনমুক্ত স্থিতি । এইরকম স্থিতির অনুভব করার জন্য অধিকারী হয়ে, মালিক হয়ে সকল কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম পরিচালনকারী হও । কর্ম করো এবং কর্ম সম্পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে, নির্লিপ্ত হয়ে যাও - এটাই বিদেহী স্থিতির অভ্যাস । আত্মার আদি এবং অনাদি স্বরূপ স্বতন্ত্র । আত্মা রাজা, মালিক । মনের কোনো বন্ধন যেন না থাকে । যদি মনের কোনও বন্ধন থাকে, তাহলে এই এক বন্ধন অন্যান্য অনেক বন্ধন নিয়ে আসবে, সেইজন্য স্বরাজ্য অধিকারী অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত রাজা হও । এইজন্য তোমার ব্লেক পাওয়ারফুল হতে দাও, যা দেখতে চাও শুধু সেটাই দেখ, যা শুনতে চাও সেটাই শোনো । যখন তোমার এইরকম কন্ট্রোলিং পাওয়ার থাকবে, তখন অল্পে তুমি পাস উইথ অনার হবে অর্থাৎ ফাস্ট ডিভিশনে আসতে পারবে ।

বরদানঃ - পবিত্রতার আদি অনাদি বিশেষ গুণের রূপ সহজে আপন ক'রে পূজ্য আত্মা ভব পূজ্য হওয়ার বিশেষ আধার পবিত্রতা । তোমরা সবরকম পবিত্রতা যতো আপন করো, ততোই সর্বতোভাবে পূজন যোগ্য হয়ে ওঠো । যারা বিধিসম্মতভাবে আদি অনাদি বিশেষ গুণের রূপের সাথে পবিত্রতাকে আপন করে, তাদেরই বিধিপূর্বক পূজন হয়ে থাকে । যারা জ্ঞানী এবং অজ্ঞানী আত্মাদের সম্পর্কে আসে এবং তাদের বৃত্তি, দৃষ্টি, ভাইব্রেশন দ্বারা সম্পর্ক -সম্বন্ধের দায়িত্ব কর্তব্য যথার্থরূপে পালন করে, স্বপ্নেও যাদের পবিত্রতা খন্ডিত হয় না, তারাই বিধিবদ্ধরূপে পূজনীয় হয় ।

স্লোগানঃ- স্থূল (ব্যক্ত) জগতে থেকে অব্যক্ত ফরিস্তা হয়ে সেবা করলে বিশ্ব কল্যাণের কার্য তীব্রগতিতে সম্পন্ন হবে ।

ব্রহ্মাবাবা সমান হওয়ার জন্য বিশেষ পুরুষার্থ

ব্রহ্মাবাবার প্রতি ভালোবাসা যদি থাকে, তবে ব্রহ্মাবাবা সমান ফরিস্তা হও । সদাসর্বদা লাইটের ফরিস্তা স্বরূপ তোমার সামনে যেন প্রতীয়মান হয় যে এইরকম হতে হবে এবং তোমার ভবিষ্যৎ রূপও দৃশ্যমান হতে দাও । এখন এটা ত্যাগ করলে আর সেটা নিলে(লাইটের ফরিস্তা রূপ), যখন এইরকম অনুভূতি হবে তখন বুঝবে যে তোমরা সম্পূর্ণতার কাছে আছো ।
